ভোরের কাগজ

তারিখ 28 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মেডিকেল ও বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা

বাংলাদেশের বর্তমান ভর্তি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মেডিকেল ও বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা আলাদা আলাদা সময়ে সম্পন্ন হয়। এতে করে যারা ডাক্তারি পড়তে আগ্রহী তারা বঞ্চিত হয়। কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় পড়তে আগ্রহীরাও মেডিকেল পরীক্ষায় অংশ নেয়। যারা বুয়েটে পড়তে আগ্রহী তাদের নম্বর এমনিতেই বেশি থাকে। কারণ গণিত, পদার্থ ও রসায়ন— এই তিন বিষয়ে মোট নম্বরের ভিত্তিতে প্রথমদিকের নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এমনটি হয় না। বরং মোট নম্বরের শতকরা হিসাব করে কোরিং করা হয়। ফলে বেশি নম্বর থাকায় প্রথম স্কোরিঙের ক্ষেত্রে বুয়েট পরীক্ষার্থীরা এগিয়ে থাকে। পরবর্তীসময়ে পরীক্ষায় কিছু নম্বর পেয়ে তারাই মেডিকেলে চান্স পেয়ে যায়।

যদি পরীক্ষা দুটো একই দিনে ও একই সময়ে সম্পন্ন হয় তাহলে যার যা লক্ষ্য সে কেবল সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই পড়ালেখা করবে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে। ফলে মেধার পরিপূর্ণ যাচাই হবে। কারণ দেখা যায়, বুয়েট পরীক্ষার্থী অনেক ছাত্রছাত্রীই বুয়েটে ভালো বিষয় না পেয়ে মেডিকেলে চান্স পেয়ে মেডিকেলেই পড়ালেখা শুরু করে দেয়।

তাই মেডিকেল ও বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে ও একই সময়ে হওয়া উচিত।

সাজ্জাদ টি এম শাহরিয়ার
এক্স-ক্যাডেট
ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ
চট্টগ্রাম